রাজনীতির বান্দরগণ

জর্জ ডব্লিউ বুশ, টনি ব্লেয়ার এবং শেখ হাসিনা গিয়েছেন স্বর্গ-নরক পরিদর্শনে। তারা একটি নরকে গিয়ে দেখলেন সেখানে রয়েছে একটি ফোন-ফ্যাক্সের দোকান। বুশ ফোন করলেন আমেরিকায়। কথা বললেন ডিক চেনির সঙ্গে। বিল হলো বারো'শ ডলার। টনি ব্লেয়ার ব্রিটেনে ফোন করে কথা বললেন রবিন কুকের সঙ্গে। তার বিল হলো এক হাজার পাউন্ড। শেখ হাসিনা ঢাকায় ফোন করে কথা বললেন মোহাম্মদ নাসিমের সঙ্গে। কথা বললেন অনেকক্ষণ। বিল হলো মাত্র ১ টাকা ৭০ পয়সা। বুশ এবং টনি ব্লেয়ার দু'জনেই অবাক! আমাদের বিল এত বেশি হলো আর আপনার বিল এত কম হলো কিভাবে? উত্তর দিলেন দোকানদার। বুশ এবং টনিকে বললেন, 'আপনাদের কলগুলো ছিল আন্তর্জাতিক। এজন্য বিল বেশি। আর উনি (হাসিনা) তো ফোন করেছেন নরক থেকে নরকে। এটাতো লোকাল কল।'... বাংলাদেশকে নরক বানিয়েছেন যারা, তাদের নাম রাজনীতিবিদ ...

লিখেছেন **বদরুল আহসান**

১. দলের রাজনীতি

স্বৈরাচার এরশাদের আমল। স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে যুগপদ আন্দোলন করছেন খালেদা-হাসিনা। দু'জনেই স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন স্বৈরাচারের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নেয়ার। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে সবকিছু উলোটপালোট হয়ে যায়। নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেয় শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। ওটা ছিল ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচন। নির্বাচনের বিপক্ষে থেকে 'আপোষহীন' নেত্রীর মর্যাদা পান খালেদা জিয়া।

জানা যায়, এই নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্যে দেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলকে এরশাদ ১৯ কোটি টাকা দেয়। একজন প্রখ্যাত আইনজীবীর (বর্তমান সেই দল থেকে বিতাড়িত) মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে বলে জানা যায়।

বড় বড় কথা বলতে যাদের জুড়ি নেই, সেই বাম রাজনীতির ধারক বাহক হিসেবে পরিচিত সিপিবিও মোটা অঙ্কের অর্থ পায় এরশাদের কাছ থেকে। তারাও নির্বাচনে যোগ দেয়। অন্য একটি বাম

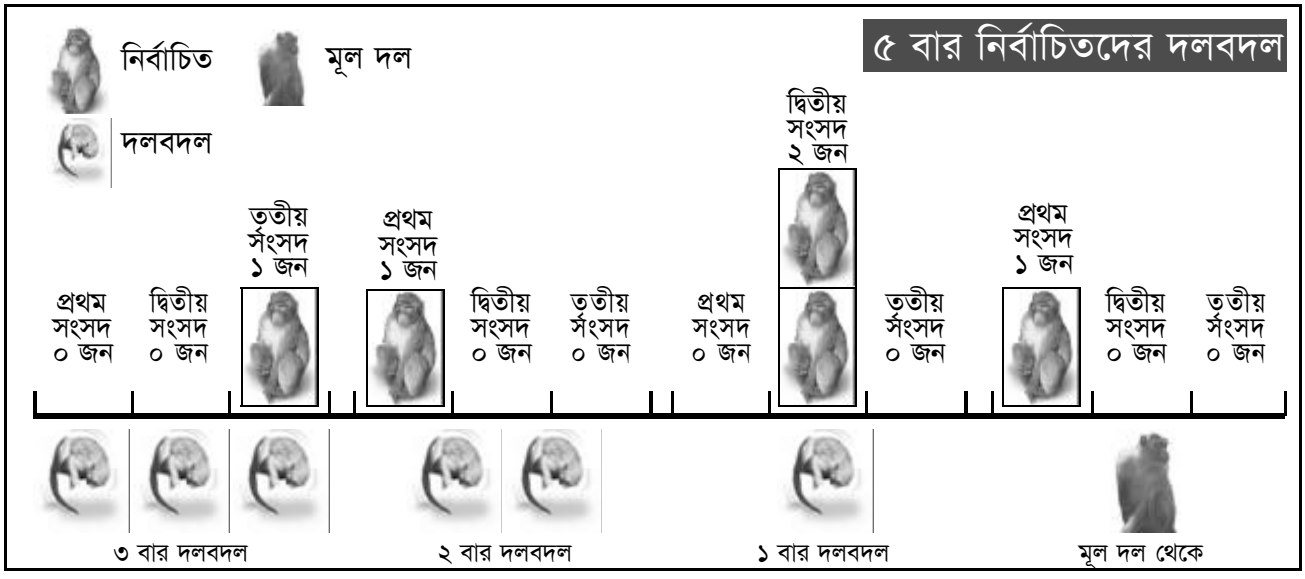

দলের সঙ্গে টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে এরশাদের বনিবনা না হওয়ায় দলটি নির্বাচনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এ ছাড়া প্রধান একটি দল নির্বাচনে অংশ নেয়ায় ছোট দলের প্রতি আগ্রহও হারিয়ে ফেলে এরশাদ।

টাকার পাশাপাশি আসন পাওয়া নিয়েও নির্বাচনে যাওয়া দলগুলোর সঙ্গে একটি মৌখিক সমঝোতা হয়েছিল এরশাদের। কিন্তু পরবর্তীতে এরশাদ আর সে কথা রাখেনি।

২. ১৫ দলের নেতারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মিটিং করছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা কোরবার আলীর বাড়িতে। মিটিং শেষে বেশ রাতে নেতারা যার যার বাড়িতে ফিরেছেন। আর কোরবান আলী চলে গেছেন সোজা বঙ্গবভনে। যোগ দিয়েছেন এরশাদের মন্ত্রী সভায়। ১৫ দলের নেতারা এটা জানতে পেরেছেন পরের দিনের সংবাদপত্রে।

আওয়ামী লীগের এই সিনিয়র নেতা ব্যারিস্টার কোরবান আলীকে অবশ্য এরশাদ আশাহত করেননি, বানিয়েছিলেন তৃতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার এবং পরবর্তীতে মন্ত্রী। সংসদে তিনি প্রথম সংসদে ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে জাতীয় পার্টির সদস্য।

'৭৫ পরবর্তী রাজনৈতিক অঙ্গনে নবীন, প্রবীণ কিংবা জাঁদরেল নেতারা অহরহই দল পাল্টাতেন। অনেকটা খেলোয়াড়দের দল বদলের মত। মন্ত্রীর চেয়ার যেন তাদেরকে খুব আপন মনে করত। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সংসদ সদস্য হন প্রথমে বিএনপি'র টিকেটে দ্বিতীয় সংসদে। এরশাদ তাকে দুর্নীতির দায়ে কারাগারে ঢোকালেও পরবর্তীতে তিনি 'পরীক্ষা'য় পাস করেন। হয়েছিলেন এরশাদের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং শেষপর্যায়ে 'পদোন্নতি' পেয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট। ১৯৮২ পরবর্তী রাজনীতিতে যে মওদুদ বিএনপিকে অর্ধচন্দ্র দিয়েছিলেন, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অন্যান্য দলের সাথে সাবেক সহকর্মীদেরও নিশ্চিহ্ন করতে পুলিশ-বিডিআরের পাশাপাশি যুব সংহতির সশস্ত্র ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন যে মওদুদই '৯৬ পরবর্তী রাজনীতিতে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের একজন হয়ে গেলেন এবং জোর তদবির চালিয়ে এখন তিনি বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য। তবে আশার কথা হচ্ছে দলগুলো নীতিহীন হলেও মওদুদ আহমদের এই 'চরিত্র'কে প্রত্যাখ্যান করেছেন এলাকার জনগণ। ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে তৃতীয়, চতুর্থ এবং এরশাদের জীবন ভিক্ষা চেয়ে পঞ্চম সংসদে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হলেও সপ্তম সংসদের একটি উপ-নির্বাচনে বিএনপি'র মনোনয়নে নির্বাচনে গোহারা হেরেছেন। তবে মানুষকে প্রতারণা চলছেই। এই সেদিনও যখন একজন বিদেশীনি মিসেস মওদুদকে জিজ্ঞেস করছিলেন তার স্বামী কি করেন। তিনি বেমালুম বললেন, সরকারি পদ-পদবী চান না বলে বিরোধী দল করেন।

ষাটের দশকে প্রবীণ নেতা এবং জাতীয় লীগের প্রতিষ্ঠাতা আতাউর রহমান খান প্রথম সংসদে ৩টি বিরোধী দলের ১টি জাতীয় লীগ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি সংসদে বিরোধী গ্রুপের নেতা ছিলেন। সংসদে বিরোধীদলের নেতা নির্বাচনে কমপক্ষে ১০ জন সদস্যের প্রয়োজনীয় সংখ্যা প্রথম সংসদে ছিল না, থাকলে তিনিই বিরোধীদলীয় নেতা হতেন। দ্বিতীয় সংসদেও তিনি তাঁর দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত দলগুলোতে আতাউর রহমানের ছিল নিয়ামক ভূমিকা। '৮৪-এর শুরুতে এরশাদকে প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের হত্যাকারী ঘোষণা করে তাঁকে হটানোর প্রতিজ্ঞা করলেন। এ ধরনের

১৫ দলের নেতারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মিটিং করছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা কোরবার আলীর বাড়িতে। মিটিং শেষে বেশ রাতে নেতারা যার যার বাড়িতে ফিরেছেন। আর কোরবান আলী চলে গেছেন সোজা বঙ্গবভনে। যোগ দিয়েছেন এরশাদের মন্ত্রী সভায়

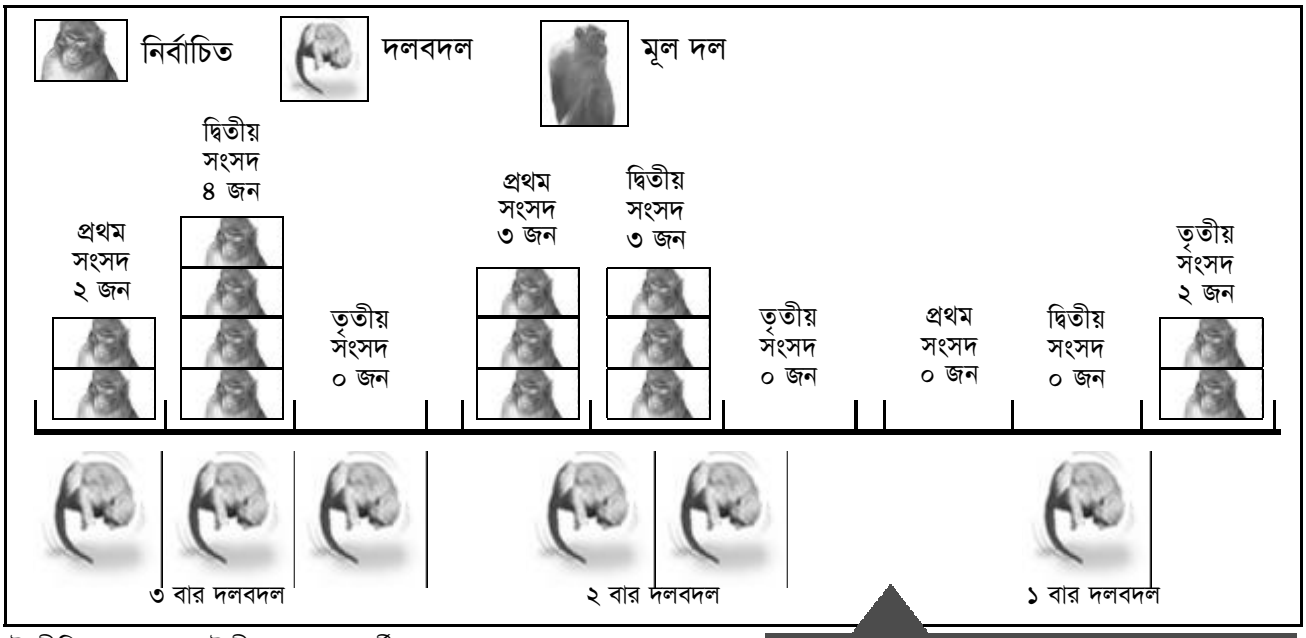

উজ্জীবিত বাক্যে উদ্দীপ্ত নেতা-কর্মীরা পরদিনই বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে দেখলেন সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছেন। তবে এরশাদকে হটিয়ে নয়, নিজের চরিত্রের নৈতিকতাবোধকে হটিয়ে তিনি নিজেই এরশাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

একনায়ক শাসনামলে মন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের ক্ষমতায় থাকার একটি অলিখিত রেওয়াজ ছিল। সকালে সিকিউরিটিসহ গাড়ি না থাকলে বুঝতে হবে এইবার গুডবাই। অর্থাৎ ক্ষমতার ভিসার মেয়াদ শেষ। এসব জেনেও বিভিন্ন দলের ত্যাগী নেতা-কর্মী নিজেকে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে ক্ষমতার স্বাদ নিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা অনেক। ১৫ ও ৭ দলের মানিকগঞ্জের জনপ্রিয় নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) হালিম চৌধুরীর বাসায় উভয় দলের সমন্বয় কমিটির বৈঠক চলছিল। ঐ বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে তিনি এরশাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন। এরশাদকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হিসেবে অভিহিত করেছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক যাকে আমরা জনতাম নিঃস্বার্থ রাজনীতিবিদ হিসেবে। ক'দিন পরেই দেখা গেল তিনি মন্ত্রিসভার চেয়ার একটি পেয়েছেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৫ বার করে যে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে ১ জন সদস্য পরপর ৩ বার এবং অপর একজন ২ বার দলবদল করেছেন। বাকি ৩ জনের মধ্যে ২ জন মাত্র ১ বার দলবদল করেছেন। মাত্র ১ জন সদস্য কোনো দল বদল না করে একটি দল থেকেই টানা ৫ বার নির্বাচিত হয়েছেন।

জাতীয় সংসদে ৪ বার নির্বাচিত ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য ৩ বার করে দলবদল করেছেন। ২ বার করে দলবদলে নির্বাচিত হয়েছেন এমন সদস্যের সংখ্যাও ৫ জন। মাত্র ২ জন সদস্য ১ বার দলবদল করেছেন। বাকি ২২ জন সদস্য মূল দলে থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন।

জাতীয় সংসদে ৩ বার নির্বাচিত সদস্যদের মাত্র ৪ জন ২ বার করে এবং ৪০ জন সদস্য ১ বার করে দলবদল করেছেন। বাকি ৯৮ জন মূল দলে থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ৩৩৩ জন সদস্য যারা মাত্র ২ বার করে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৪৯ জন ১ বার দলবদল করেছেন বাকি সবাই নির্বাচিত হয়েছেন মূল দল থেকেই।

চাই ক্ষমতা...

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মিজানুর রহমান চৌধুরীকে একজন রাজনৈতিক মহীরুহ হিসেবে ধরা হয়। নবীন ও উদীয়মান রাজনীতিবিদদের কাছে আদর্শ হিসেবে তাঁর সুনাম যথেষ্ট। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থের প্রাপ্ত তথ্যে তা সমর্থন করে না। প্রথম সংসদে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হলেও

৪ বার নির্বাচিতদের দলবদল

মূল দল থেকে নির্বাচিতদের সংখ্যা

স্বতন্ত্র সাংসদদের ডিগবাজি

দেশের বড় দলগুলোয় মনোনয়ন না পেয়ে অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। নির্বাচিতও হন। নির্বাচনের পর তাদের চাহিদা বাড়ে। সরকার গঠন করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে বিপুল সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দিয়ে হাত বাড়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিকে। এদের অধিকাংশই লাফ দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের লোক হয়ে যান।

সাধারণ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইতে এসে পঞ্চানন বিশ্বাস শুনলেন নেত্রী নিজেই নির্বাচন করবেন। তাঁকে বিজয়ী করতে সম্ভাব্য সব প্রচারণা চালালেন। উপ-নির্বাচনের মনোনয়ন ইন্টারভ্যু ফেস করতে এসে শুনলেন তিনি মনোনয়ন পাননি, পেয়েছেন শেখ হারুনুর রশিদ। অপমানিত এবং ক্ষুব্ধ পঞ্চানন বিশ্বাস স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে রশিদকে হারিয়ে দিলেন প্রায় ৩০ হাজার ভোটের ব্যবধানে।

সাধারণ নির্বাচনের পরপরই আওয়ামী লীগের দল ভারি করার প্রয়োজন ছিল। দলের বিব্রত নেতারা তাই পিঠে হাত বুলিয়ে ডাকলেন বিশ্বাসকে। পুরনো সব তিক্ততা, অভিমান ও অপমান ভুলে পঞ্চানন বিশ্বাস যোগ দিলেন ক্ষমতাসীন দলে। সরকারি দলের এমপি সেজে বিগত ৪ বছরে পঞ্চানন বিশ্বাসের হয়তো প্রভুত উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে এলাকার জনগণের বিশ্বাস।

একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবিধানিক এবং আইনগত বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগের পাশাপাশি সম্মানী পেয়ে থাকেন মোটা অংকের টাকা। এছাড়াও জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে গম বরাদ্দসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের রেওয়াজ দীর্ঘদিন থেকে। এই সুযোগ-সুবিধা রীতিসিদ্ধ। তবে আইনের বাইরে এবং রেওয়াজ ও অধিকার না থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে নিজেদের হুকুম তামিলের দপ্তর বানানো, বিরোধীদলীয় প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নরকের স্বাদ পাইয়ে দেয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সুবিধা এমপিরা নিয়ে থাকেন। তবে শেষোক্ত এই সুবিধা শুধুমাত্র সরকারি দলের এমপিরা পেয়ে থাকেন। একদিকে কাড়িকাড়ি অর্থ, অপরদিকে ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্য। এই লোভে পর্যুদস্তদের মধ্যে পঞ্চানন বাবুর নম্বর ছিল সবার শেষে। এর আগে সপ্তম সংসদে পঞ্চানন বাবু ছাড়াও মেহেরপুর-২-এর মোঃ মকবুল হোসেনও সরকারি দলে যোগ দিয়েছিলেন। এদের আগে প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংসদে স্বতন্ত্র নির্বাচিত ৯৬ জন সদস্যের মধ্যে ৪২ জন সরকারি দলে যোগদান করেছেন। বাকি ৫৪ জনের মধ্যে ৭ জন ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আদর্শের আলোয় উদ্ভাসিত থেকে বিরোধীদলে যোগদান করে কথা বলেছেন জনগণের সপক্ষে। বাকি ৪৭ জনের মধ্যে ৩৫ জনের সরকারি দলে যোগ দেয়ার গভীর আগ্রহ থাকলেও তৎকালীন রাজনৈতিক কারণে সে ইচ্ছের বাস্তব রূপ লাভ করেনি।

প্রথম থেকে সপ্তম সংসদে যারা দলে যোগদান করেছিলেন তারা হচ্ছেন–

প্রথম সংসদ

সাধারণ নির্বাচনে ৫ জন এবং উপ-নির্বাচনে ১ জন সহ মোট ৬ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ২ জন সরকারি দলে এবং দু'জন ২টি বিরোধীদলে যোগ দেন। পরবর্তীতে বাকি ২ জনসহ সবাইকেই বাকশালে যোগ দিতে হয়। সরকারি দলে যোগদানকারী ২ জন হচ্ছেন কুমিল্লার মোঃ আলী আশরাফ (তিনি বর্তমানেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন) এবং সিলেটের আবুল হাসনাথ মোহাম্মদ আবদুল হাই। ফরিদপুরের সৈয়দ কামরুল ইসলাম মুহম্মদ সালেহ উদ্দিন যোগ দিয়েছিলেন ভাসানী ন্যাপে। তার যোগদানের ফলে সংসদে ন্যাপের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়। বিরোধীদলে যোগদানকারী অপর সদস্য হচ্ছেন কুমিল্লার আবদুল্লা সরকার। তিনি যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদে। স্বতন্ত্র নির্বাচিত অপর ২ জন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং থোওয়াই রোয়াজা চাকমা কোনো দলে যোগ দিতে না চাইলেও তাদেরসহ সবাইকেই বাকশালে যোগদানে বাধ্য করে। আবদুল্লা সরকার যোগ না দিয়ে সদস্যপদ হারান।

দ্বিতীয় সংসদ

সাধারণ নির্বাচনে ১৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং নির্বাচিত হওয়ার ১ মাসের মধ্যেই ১০ জন সরকারি দল বিএনপিতে যোগদান করেন। এরা হচ্ছেন– পাবনার জহুরুল ইসলাম তালুকদার, বাখেরগঞ্জের মাস্টার আবদুল জব্বার তালুকদার, জামালপুরের অধ্যাপক আবদুস সালাম, ময়মনসিংহের হাবিব উল্লাহ সরকার, ঢাকার মোঃ শহীদউল্লাহ ভূঞা, কুমিল্লার আলহাজ্ব মোজাম্মেল হক এবং নুরুল হুদা, সিলেটের সৈয়দ মোঃ কায়সার ও সৈয়দ মহিবুল হাসান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মিঃ অং শোপ্রু চৌধুরী। নির্বাচিত বাকি ৫ জন যোগদান করেননি। এরা হচ্ছেন–

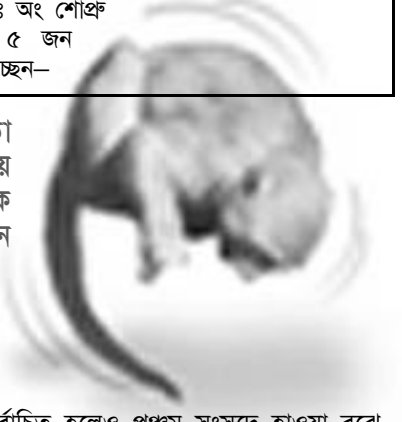

১৫ ও ৭ দলের মানিকগঞ্জের জনপ্রিয় নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) হালিম চৌধুরীর বাসায় উভয় দলের সমন্বয় কমিটির বৈঠক চলছিল। ঐ বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে তিনি এরশাদের মন্ত্রী হয়েছিলেন

দ্বিতীয় সংসদে মূল দল ভেঙে নিজেই গড়েন আওয়ামী লীগ (মিজান)। নির্বাচনে তাঁর দল পায় তাকে সহ মাত্র ২টি আসন। দ্বিতীয় সংসদে বিরোধীদলে থেকে তৃতীয় সংসদে তিনি নির্বাচিত হন ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে। এবার তিনি মাত্র একজন এমপি নয়, ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে তাঁর অবস্থান এবং এ সময়ে অত্যন্ত নিচু অবস্থানে ছিল তাঁর রাজনৈতিক সততা এবং নৈতিকতা। চতুর্থ একদলীয় সংসদে তাঁর বিগত সমমনা সব দলগুলো আন্দোলনে ব্যস্ত থাকলেও তিনি ক্ষমতার দম্ভ এবং দমন-পীড়ন দিয়ে তা ঠেকাতে ব্যস্ত। স্বৈরাচারের সাথে জনগণ ক্ষমতা থেকে তাঁকে টেনে নামানোর পরেও পঞ্চম সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁর নিজের এলাকার জনগণের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে রংপুরের এরশাদের জিতে আসা ৫টি আসনের ১টি ছেড়ে দেয়া আসনে উপনির্বাচনে। দলের শীর্ষ ব্যক্তিকে ম্যানেজ করার দীর্ঘদিনের অসাধারণ ক্ষমতা এবং অন্য দলে যোগদানের ইচ্ছে থাকলেও পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'স্বৈরাচারের কোনো মন্ত্রী বা নেতাকে কোনো দলেই ঠাঁই দেয়া হবে না' বিরোধীদলগুলোর এই সিদ্ধান্তের কারণে কোনো দলে তাঁর ঠাঁই হয়নি।

বর্তমানে বিএনপি'র সংসদীয় দলের হুইপ মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ-এর রাজনৈতিক জীবনের দলীয় পোষাক পাল্টানোর ইতিহাস বড়ো বর্ণাঢ্য। তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে জানেন। তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে ক্ষমতার প্রাসাদ জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হলেও পঞ্চম সংসদে হাওয়া বুঝে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হন এবং তার বক্তৃতার কারিশমা শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে পঞ্চম সংসদের শেষ দিকে বিএনপি'তে যোগদান। ৬ষ্ঠ সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ এবং ৭ম সংসদে বিএনপি বিরোধীদলে থাকায় শুধুমাত্র হুইপ পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাকে।

দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত]

ময়মনসিংহের ডঃ মোহাম্মদ ওসমান গনি, দৈনিক সংবাদ সম্পাদক আহমেদুল কবির (১৯৮ ঢাকা-২৫), ফরিদপুরের কাজী মোঃ আবু ইউসুফ, সিলেটের এ হাসনাথ মোঃ আব্দুল হাই এবং মোঃ আবদুল হক।

তৃতীয় সংসদ

সাধারণ নির্বাচনে ৩২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ২৩ জনই সরকারি দল জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। বাকি ৯ জনের ৪ জন প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগে এবং ১ জন বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি সিপিবিতে যোগদান করেন। বাকি ৪ জন স্বতন্ত্র হিসেবেই সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেন।

সরকারি দলে যোগদানকারী ২৩ জন হচ্ছেন, লালমনিরহাটের জয়নুল আবেদীন সরকার, কুড়িগ্রামের আখম শহীদুল ইসলাম এবং নাজিমউদ্দৌলাহ, গাইবান্ধার আবদুর রউফ মিয়া এবং লুৎফর রহমান চৌধুরী, বগুড়ার আবদুল মোমিন মন্ডল ও মোজাফফর হোসেন, নাটোরের মোঃ ইয়াকুব আলী, সিরাজগঞ্জের মফিজউদ্দিন তালুকদার, চুয়াডাঙ্গার মকবুল হোসেন, পিরোজপুরের ইঞ্জিনিয়ার এমএ জব্বার (হাওয়া বুঝে দল পাল্টে ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং এখন সে দলের স্থানীয় নেতা), সাতক্ষীরার সালাহ উদ্দিন সরকার, টাঙ্গাইলের ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, সিলেটের সৈয়দ মকবুল হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হুমায়ুন কবির এবং সহিদুর রহমান, চাঁদপুরের রফিকুল ইসলাম রনী, কুমিল্লার অধ্যাপক মোঃ ইউনুস এবং চট্টগ্রামের একেএম শামসুল হুদা। উপরোক্ত এই ক'জন শুধুমাত্র সরকারি দলের এমপি হতে পেরেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। শুধু যোগদান করেই নয়, এরশাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন যশোরের মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াক্কাস, জামালপুরের আবদুস সাত্তার, কুমিল্লার আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার এবং শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ।

আসম ফিরোজকে দল থেকে নমিনেশন দেয়া হয়নি। জনপ্রিয়তা এবং এলাকার মানুষের প্রবল ভালোবাসায় তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচিত হন। কিন্তু দলের টানে এরশাদের দেয়া মন্ত্রিত্বসহ বিপুল অর্থ-সম্পদের প্রলোভন পায়ে ঠেলে তিনি প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে যোগদান করেন ঐ সময়ের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগে। তার সাথে ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডঃ মঈন উদ্দিন আহমেদ, নাটোরের মোঃ মমতাজ উদ্দিন এবং যশোরের আবদুল হালিম। নওগাঁর স্বতন্ত্র সদস্য অহিদুর রহমান একাই যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি সিপিবিতে।

স্বতন্ত্র বাকি ৪ জন সদস্য দৈনিক সংবাদ সম্পাদক আহমেদুল কবির (১৯৮ নরসিংদী-২), সুনামগঞ্জের মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌধুরী, টাংগাইলের বেগম লায়লা সিদ্দিকা এবং মাদারীপুরের শাহজাহান খান (তিনি বর্তমানে আওয়ামী লীগের এমপি)। ৩২ জনের মধ্যে ২৭ জনই অন্য দলে যোগদানের এই হুজুগ সম্পর্কে সংবাদ সম্পাদকের কাছে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কোথায় যোগ দিচ্ছেন? জবাবে আহমেদুল কবির বলেছিলেন, যারা আমাকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন তারাই আমার দল, অন্য কোনো দলে যোগ দেয়ার প্রয়োজন আমার নেই।

চতুর্থ সংসদ

নিজের সামরিক কুকর্ম জায়েজ করিয়ে নিতে এরশাদের প্রয়োজন ছিল দুই-তৃতীয়াংশ আসন। না পেয়ে তৃতীয় সংসদের মন্ত্রিত্ব এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বতন্ত্রপ্রার্থীদের দলে ভেড়ানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। চতুর্থ সংসদে এই ভুল করলেন না এরশাদ। ভোটারবিহীন নির্বাচনে আগেই ছক করে রাখা হিসেবে স্বতন্ত্র সদস্য ২৫টি, এরশাদ সমর্থক বিরোধীদলীয় নেতা রবকে লালন পালনে ১৯টি, একদলীয় সংসদের দুর্নাম ঘোচাতে জাসদ (সিরাজ) ৩টি এবং ফ্রিডম পার্টিকে ২টি আসন দান করা হল। বাকি ২৫১টি আসনে নিজের জাপা প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সরকারি দলের সংসদ সদস্য হওয়ার আশায় ২৫টি আসনের অনেক স্বতন্ত্র সদস্য 'খেদমতের মনোভাব' নিয়ে দেখা করেছিলেন এরশাদের সঙ্গে। কিন্তু পুরোপুরি পরিকল্পিত থাকায় কোনো স্বতন্ত্র সদস্যকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এরশাদ দলে নিতে পারেননি।

পঞ্চম সংসদ

সাধারণ নির্বাচনে ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং পরবর্তীতে ১টি উপ-নির্বাচনে ১ জন সহ মোট ৪ জন নির্বাচিত হন এবং একে একে সবাই সরকারি দলে ঢুকে পড়েন। এরা হচ্ছেন– ভোলার মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম, বরগুনার নুরুল ইসলাম মনি, কুমিল্লার মোঃ রেদওয়ান আহমদ এবং উপ-নির্বাচনে বিজয়ী শেরপুরের মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল।

ষষ্ঠ সংসদ

চতুর্থ সংসদের মতোই ষষ্ঠ সংসদেও সরকারি দল বিএনপি পরিকল্পিত আসন সংখ্যায় পরিপূর্ণ ছিল, পাশাপাশি তাদের ছিল ভয়ানক ব্যস্ততা, ক্ষমতা রক্ষার জরুরি কাজ। যে কারণে মাত্র ১০ জন সদস্যের মধ্যে ২ /১ জন চেষ্টা করেছিলেন সরকারি দলে যোগ দিতে। কিন্তু তাদের আর প্রয়োজন হয়নি।

বর্তমানে বিএনপি'র সংসদীয় দলের হুইপ মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ-এর রাজনৈতিক জীবনের দলীয় পোষাক পাল্টানোর ইতিহাস বড়ো বর্ণাঢ্য

হন মোহাম্মদ মজিবর রহমান এবং মোহাম্মদ তাজুল] ইসলাম চৌধুরী। তারপরের সংসদেও দু'জনই নির্বাচিত হন, তবে তাদের গায়ে দেয়া দলের পোশাকটি পরিবর্তিত হয়ে জাতীয় পার্টি হয়ে গেছে। পরবর্তীতে এই দু'জনই ৪র্থ, ৫ম এবং ৭ম সংসদে টানা নির্বাচিত হন, তবে আর কোনো দল পরিবর্তন নয় ঐ একই দল থেকেই। এর মধ্যে তাজুল ইসলাম চৌধুরী ৪র্থ সংসদে প্রতিমন্ত্রী হলেও মজিবুর রহমান সাদামাটাভাবেই এতগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধি হয়েই।

ডিগবাজির রাজনীতি

অ্যাডভোকেট রেয়াজউদ্দিন আহমদ ভোলামিয়া, সরদার আমজাদ হোসেন এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তিনজনই প্রথম সংসদে ছিলেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য। ভোলা মিয়া আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় সংসদে নির্বাচিত হলেন ক্ষমতাসিন দল বিএনপি'র টিকেটে। একজন ত্যাগী নেতার বিশ্বাসঘাতকতা সৃষ্ট ক্ষত আওয়ামী লীগ কিভাবে সারিয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে ভোলা মিয়া জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ৮২ পরবর্তী দলের দুঃসময়ে বিএনপি'র পেছনে তীক্ষ্ণ ফলা বসিয়ে দেখা করেন নতুন সেনাশাসকের সাথে, পুনরায় নতুন চকচকে বুটের ছায়ায় ঠাঁই পেয়ে যান ভোলা মিয়া। ক্ষমতা, মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি চতুর্থ সংসদে আসেন জাতীয় পার্টির পোশাকে। সবগুলো বিরোধীদলের একজোট হয়ে ঘোষণা দেয়ার কারণে ইচ্ছে না থাকলেও পঞ্চম সংসদে তাঁকে আসতে হয়েছে জাতীয় পার্টি থেকেই।

সাবেক স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ উল্লাহ ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে এ পর্যন্ত যে ভেলকি দেখিয়েছেন তার জুড়ি এখনো মেলা ভার। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মোত্তর যে পরিচালনা পদ্ধতি বা সংবিধান প্রণয়নের যে গণপরিষদ তার স্পিকারের অতি সম্মানীয় পদটি ছিল মুহম্মদ উল্লাহর। মানুষের এক জীবনে এতো বড়ো সম্মান আর কি থাকতে

পারে। তারপরও সৌভাগ্য তাকে নিয়ে গেলো রাষ্ট্রপতি পদে। বাঘের নরমাংস এবং রক্তের স্বাদের মতো পুনরায় পদস্খলিত মুহম্মদ উল্লাহ দল পাল্টাতে থাকেন। প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত হলেও দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি থেকে তৃতীয় সংসদে স্বৈরাচারের চকচকে বুটের আয়নার আশ্রয়ে, পঞ্চম সংসদে ক্ষমতার ভাগ পেতে আবারো বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। সপ্তম সংসদে পুনরায় তিনি নির্বাচনে দাঁড়ান তার মূল দল থেকে। যে দলটি তাকে দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ সম্মানীয় আসনটি, সেই আওয়ামী লীগের ঘরের ছেলে হিসেবে ফিরে আসেন। বেশি আসনে জিতে ক্ষমতাসীন হবার স্বপ্ন নিয়ে দল ঠাঁই দিলেও স্থানীয় জনগণ ঘরের ছেলে হিসেবে মেনে নেয়নি। পরাজিত হন তিনি।

আওয়ামী লীগের অপর ত্যাগী নেতা সরদার আমজাদ হোসেন তৃতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হলেও পুনরায় ক্ষমতার স্বাদ পেতে বিশ্বাসঘাতকদের পূতিগন্ধময় খাতায় নাম লিখিয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন মধ্যগগনে থাকতে তিনি মন্ত্রী হন স্বৈরশাসকের মন্ত্রিসভার। পরবর্তীতে চতুর্থ সংসদে জাতীয় পার্টি এবং অনন্যোপায় হয়ে পঞ্চম সংসদেও একই দল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অভিজ্ঞ(?) রাজনীতিবিদ শাহ মোয়াজ্জেম সরদার আমজাদের মতো মাঝপথে দল থেকে সটকে না পড়ে ক্ষমতার পরিপূর্ণ আস্বাদ পেতে উত্থানের শুরুতেই এরশাদের বুটের ধুলো মাথায় মেখেছিলেন। এ কারণে প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি এবং মিজান চৌধুরীর মতো নিজ এলাকায় বিতাড়িত হয়ে পঞ্চম সংসদে রংপুরে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আইয়ুব আমলের শেষদিকে সৈয়দ বংশী খালেক ছিলেন মহা আইয়ুব ভক্ত। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তার দহরম-মহরম আওয়ামী লীগের সাথে, স্বাধীনতার পর পুরোপুরি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, শুধু মাঝে যুদ্ধকালীন সময়ে সাচ্চা পাকিস্তানি আদমী ছিলেন। '৭৫-এর নির্মম হত্যাকান্ডের পর দেখা গেল বিশাল ট্রাক মিছিল চলছে বঙ্গভবনের উদ্দেশে।

ছবছময়ই ছরকারি দল...

তিনি গিয়েছিলেন হজ করতে। ফিরে এসে বলেন, 'আরবের সবকিছুই চলে আরবি ভাষায়। মাগার আজানটা ভি বাংলা' একবার ড. কামাল হোসেনকে বলেছিলেন সে আবার 'ডাক্তার' হইল কবে? বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত মিরপুরের সৈয়দ বংশের খালেককে চেনেন না এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কম। আইয়ুব আমলের শেষদিকে সৈয়দ বংশী খালেক ছিলেন মহা আইয়ুব ভক্ত। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তার দহরম-মহরম আওয়ামী লীগের সাথে, স্বাধীনতার পর পুরোপুরি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক, শুধু মাঝে যুদ্ধকালীন সময়ে সাচ্চা পাকিস্তানি আদমী ছিলেন। তার ছবি ছাপা হল পত্রিকায়, পাকিস্তান সামরিক জান্তার অভিযানে সমর্থন জানিয়ে মিরপুরের বিহারিরা মিছিল করছে, নেতৃত্বে খালেক। '৭৫-এর নির্মম হত্যাকান্ডের পর দেখা গেল বিশাল ট্রাক মিছিল চলছে বঙ্গভবনের উদ্দেশে।

নেতৃত্বে সৈয়দ বংশী খালেক। জিয়াউর রহমানের এক মিটিং-এ দেখা গেল ৫০ হাজার টাকা দলের ফান্ডে অনুদান দিচ্ছেন খালেক (এর দু'দিনের মধ্যেই টিসিবি থেকে ১৫০টি প্রগতির ট্রাক সংগ্রহের পারমিট নিয়ে নেয় খালেক), এরশাদের সময়ে ভক্তিতে, বিনয়ে বিগলিত, গদগদ খালেক তার কাছ থেকে কি কি সুবিধা নিয়েছিলেন জানা যায়নি। তবে খালেদার আমলেও হারুন মোল্লার মৃত্যুতে শূন্য আসনে মনোনয়ন চেয়ে না পেয়ে ছেলে মহসিনকে বানালেন খালেদার লোক, ষষ্ঠ সংসদে আশা ছিল বিএনপি'র ক্ষমতা স্থায়ী হবে। হয়নি বলে তো আর বসে থাকা যায় না। তাই অতি সম্প্রতি তাঁকে দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। 'হে হে আমি যোগ দিতে এসেছি'। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লোক হতে হতেও হওয়া হয়নি কেন তা অজ্ঞাত। তাকে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছিলেন সব সময়ই এতো দল পাল্টান কারণটা কি? বিগলিত এবং ঝানু রাজনীতিবিদের মতো তার উত্তর ছিল 'আমি হালায় ছবছময়ই ছরকারী দল, ছরকারভি পাল্টি দিলে আমিও পাল্টি দিই'। দ্বিতীয় সংসদে সৈয়দ বংশী খালেক ক্ষমতাসীন বিএনপি, ৩য় ৪র্থ সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি, ৫ম সংসদে ছেলে এবং ষষ্ঠ সংসদে নিজেই ক্ষমতাসীন বিএনপি সংসদ সদস্য। শুধু একা সৈয়দ বংশী খালেকের দোষ? বর্তমান বিএনপি নেতা একেএম মাঈদুল ইসলাম এর আগে সাবেক বিএনপি নেতা ছিলেন, অর্থাৎ দ্বিতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি'র শাসনামলের ক্ষমতা

১৫৩০ জন সদস্য

বিগত ৪ বছর গবেষণা কাজ চলছে, জাতীয় সংসদের ওপর প্রকাশিতব্য এমন একটি কোষগ্রন্থের সংসদ সদস্য অংশের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সপ্তম সংসদের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কমবেশি ১৫৩০ জন সদস্য এক থেকে ৫ বার করে মোট ২২৫৪ বার নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্যরা প্রথম সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন ৩০০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১৫ জন, দ্বিতীয় সংসদে নির্বাচিত ৩০০ এবং সংরক্ষিত আসনে ৩০ জন, তৃতীয় সংসদে নির্বাচিত ৩০০ জন এবং সংরক্ষিত ৩০ জন। চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত ৩০০ জন, সাংবিধানিক শূন্যতার কারণে সংরক্ষিত কোনো আসন ছিল না। পঞ্চম সংসদে নির্বাচিত ৩০০ ও সংরক্ষিত ৩০ জন, ষষ্ঠ সংসদে নির্বাচিত ২৯০ জন বাকি ১০টি আসনের ৯টিতে হাঙ্গামার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বাকি ১টি শূন্য ছিল নির্বাচনী মামলার কারণে। এছাড়া সংরক্ষিত আসনে ৩০ জন এবং সপ্তম সংসদে নির্বাচিত ২৯৯ জন, বাকি ১টি নির্বাচনী মামলার কারণে শূন্য রয়েছে এবং সংরক্ষিত আসনে ৩০ জন। সর্বমোট ২২৫৪।

মোট ১৫৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১০১৭ জন সদস্য মাত্র ১ বার নির্বাচিত হতে পেরেছেন। ২ বার নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩৩ জন এবং ৩ বার করে নির্বাচিতদের সংখ্যা ১৪২ জন। ৪ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ৩৬ জন এবং মাত্র ৫ জন সদস্য বাংলাদেশের ৭টি প্রতিষ্ঠিত সংসদের ৫টিতেই নির্বাচিত হয়েছেন। প্রকাশিতব্য ঐ গ্রন্থে এই হিসাব দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সংসদের। স্বাধীনতার পূর্বে কোনো সংসদের হিসাব দেয়া হয়নি।

পিছিয়ে থাকবো কেন?

মহিলা রাজনীতিক এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকবেন কেন? অধ্যাপিকা ফরিদা রহমানকে যারা আজকে বিএনপি'র একনিষ্ঠ নেত্রী হিসেবে জানেন তাদের জানা নেই ফরিদা রহমান মূলত আওয়ামী লীগের তৈরি রাজনীতিক। প্রথম সংসদে ৩০৫ নং মহিলা আসনটি শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদা রহমানের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন। মহিলাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বেশি থাকলেও নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা(!) জানিয়ে ফরিদা রহমান দ্বিতীয় সংসদের ৩২৩ নং মহিলা আসনটি দখল করেন এবং ঐ আসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন বিএনপি'র ক্ষমতাসীন পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংসদে।

পুরোপুরি ভোগ করে দল আন্দোলনে নামলে তিনি পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যোগ দেন জাতীয় পার্টিতে। জাতীয় পার্টির শাসনামলের তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে থেকে ক্ষমতার শীর্ষ পথ মাড়িয়ে পুনরায় ফিরে যান প্যাভিলিয়নে এবং ষষ্ঠ সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন।

খ্যাত মুসলিম লীগ নেতা চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরীর দু' পুত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী। জ্যেষ্ঠ পুত্র সা. কা. চৌধুরী দ্বিতীয় সংসদে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত হলেও তৃতীয় সংসদে এরশাদের ছাতার নিচে থেকে নির্বাচিত হন এবং ঠাঁই পান এরশাদের স্বৈর মন্ত্রিসভায়। পরবর্তীতে তাঁর নিজ গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও সপ্তম সংসদে পুনরায় দলবদল করে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। অপর পুত্র গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী তৃতীয় সংসদে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন এবং সপ্তম সংসদে বিএনপি-এর জার্সিতে নির্বাচিত হন।

সংসদ সদস্য উকিল আবদুস সাত্তার ভুঞা দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি শাসনামলের সংসদে স্বতন্ত্র নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে যোগ দেন বিএনপি'তে এবং ঐ একদল থেকেই পরবর্তীতে নির্বাচিত হন পঞ্চম, ষষ্ঠ ও বর্তমান সপ্তম সংসদে।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম ৪ প্রধানের মধ্যে দু'জন আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং নুরে আলম সিদ্দিকী প্রথম সংসদে নির্বাচিত হলেও অপর দু'জন সম্ভবত 'জাসদ করার দায়ে' শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হতে পারেননি। দ্বিতীয় সংসদে এসে এদের মধ্যে শাহজাহান সিরাজ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল থেকে নির্বাচিত হন। কিন্তু আসতে পারেননি আ.স.ম আবদুর রব।

এক নজরে দলবদল

অতীতে জনগণের অধিকারের লেবাস গায়ে ঝুলিয়ে সুযোগ ও সুবিধামতো সময়ে নিজ দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে দলবদলের মাধ্যমে নিজের বিত্ত বৈভবের উন্নতি ঘটিয়েছেন সিংহভাগ রাজনীতিক। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই রাজনীতিক ও দলের প্রতি তৈরি হয়েছে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ। স্বাধীনতার পরে দলবদলের রাজনীতি মূলত শুরু হয় '৭৫ পরবর্তী সময়ে। এই ধারা শ্রোতস্বিনী হয়ে এখনো বিদ্যমান। প্রেসিডেন্ট জিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর নিজে দল গঠন করলে সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শীর্ষ ও দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতারা জিয়ার পদতলে ঠাঁই নেন। এই প্রক্রিয়ায় দলভারি করেছিলেন প্রখ্যাত বাম নেতারাও। এরপর সাত্তার সরকারকে উৎখাত করে এরশাদ ক্ষমতা দখল করলে এই সমস্ত নির্লজ্জ নেতৃবৃন্দ পুনরায় সেনাশাসকের চকচকে বুটের আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখাতে থাকেন। '৯১-পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলো কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হলে এই প্রক্রিয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। '৯৬-এর শুরুতে এই আগ্রাসী প্রক্রিয়া আবার ফিরে আসে স্বরুপে। ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা দখলে রাখা এবং বিরোধীদলের ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এই প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাওয়ার আশংকা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অতীতের দিকে তাকালে বিশ্লেষকদের এই আশংকার জলজ্যান্ত প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংবিধান অনুযায়ী ৬টি পূর্ণ মেয়াদের সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। মাত্র ১টি পূর্ণ মেয়াদের সংসদ ছাড়া এ পর্যন্ত ৬টি ভঙ্গুর সংসদসহ মোট ৭টি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭টি সংসদের প্রতিটি সংসদের শুরুতেই ক্ষমতার লোভে নিজেদের বিক্রি করেছেন রাজনীতিবিদরা। যে কারণে ৭টি সংসদের মোট ২২৫৪টি আসনের মধ্যে ৫১৩ জন সদস্য ঘুরে ফিরে বার-বার নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৫ জন সদস্য ৫ বার করে, ৩৬ জন সদস্য ৪ বার করে, ১৪২ জন সদস্য ৩ বার করে এবং ৩৩০ জন সদস্য ২ বার করে নির্বাচিত হন।

৬ বার করে নির্বাচিত ৫ জনের মধ্যে ২ জন সদস্য ১ বার দলবদল করেছেন। অপর ২ জন সদস্য যথাক্রমে ২ ও ৩ বার করে দলবদল করে বার বার নির্বাচিত হয়েছেন। মাত্র ১ জন সদস্য দলবদল না করেই মূল দল থেকে টানা ৫ বার নির্বাচিত হয়েছেন।

৪ বার করে নির্বাচিত ৩৬ জনের মধ্যে ২ জন ১ বার, ৬ জন ২ বার, অপর ৬ জন ৩ বার করে দল বদল করে নির্বাচিত হওয়ার ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। বাকি ২২ জন মূল দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

৩ বার করে নির্বাচিত ১৪২ জনের মধ্যে ৪০ জন সদস্য ১ বার করে এবং ৪ জন সদস্য ২ বার করে দলবদল করে বার বার নির্বাচিত হতে পেরেছেন। বাকি '৯৮ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন মূল দলে থেকেই।

২ বার নির্বাচিত ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৮ জন ১ বার করে দল বদলের মাধ্যমে পরবর্তীতে নির্বাচিত হওয়ার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন। বাকি ২৮১ জন মূল দলে থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন।

মূল দলে থেকে ৪ বার নির্বাচিত সদস্যদের ২২ জন, ৩ বার নির্বাচিত সদস্যদের ৯৮ জন এবং ২ বার নির্বাচিত ২৮১ জন সদস্যের মধ্যে অনেকেরই দল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি। যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ ছিল জাতীয় পার্টির, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংসদ ছিল বিএনপি'র। এ কারণে মূল দলে থেকে নির্বাচিত হওয়া অনেক সদস্য দীর্ঘসময়ই সরকারি দলে থাকার সুযোগ লাভ করেছেন এবং এ কারণে তাঁদের দলও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়নি।

প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংসদের ৩৩০ জন সদস্য ২ বার নির্বাচিত

সংসদ	মোট	৩ বার দলবদল	২ বার দলবদল	১ বার দলবদল	মূল দল থেকেই নির্বাচিত
প্রথম	৪৭ জন	-	-	১০	৩৭
দ্বিতীয়	৪১ জন	-	-	২২	১৯
তৃতীয়	১০৮ জন	-	-	৬	১০১
চতুথ	৯ জন	-	-	৪	৫
পঞ্চম	১০২ জন	-	-	৫	৯৭
ষষ্ঠ	২৩ জন	-	-	১	২২

পরবর্তীতে জাসদ ভেঙে গিয়ে সিরাজ ও রব নামে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর দেখা গেল জাসদের দুটি দলেরই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, তবে জাসদ সিরাজ অংশের মূল নেতা শাহজাহান সিরাজ নির্বাচিত হননি, অপরদিকে আ.স.ম আবদুর রব নির্বাচিত হয়েছেন। শাহজাহান সিরাজ পরবর্তীতে নিজ দল জাসদ সিরাজ থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম সংসদে নির্বাচিত হন। পঞ্চম সংসদের শেষ দিকে তিনি বিএনপি'তে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হন এবং বিএনপি শাসনামলের ষষ্ঠ সংসদেও নির্বাচিত হন। ওই সময়ে বিএনপি'র জনবিচ্ছিন্নতার কারণে এলাকায় প্রচুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হননি।

সংসদে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের দীর্ঘ সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাস বেশ বর্ণাঢ্য। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত গণপরিষদের ৪০৩ জন সদস্যের মধ্যে বিরোধী যে তিনজন মাত্র সদস্য ছিলেন তিনি ছিলেন তার অন্যতম। তাঁর বাগ্মিতা দিয়ে তুমুল বিরোধী বক্তব্যের কারণে ঐ সময়ে একাই সংসদে হৈ চৈ বাধিয়ে ফেলেছিলেন। বোধ করি এ কারণেই প্রথম সংসদে নির্বাচিত হতে পারেননি। দ্বিতীয় সংসদে তিনি নির্বাচিত হন নিজ গঠিত জাতীয় একতা পার্টি থেকে, তৃতীয় সংসদে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং পঞ্চম সংসদে গণতন্ত্রী পার্টি থেকে। ওই সংসদের শেষভাগে আওয়ামী লীগের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং সপ্তম সংসদে একটি উপনির্বাচনে বিজয়ী হন।

তৃতীয় সংসদে প্রথম জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত জাপা নেতা মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান চতুর্থ ও পঞ্চম সংসদেও একই দল থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করলেও ওই সময়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টির সংসদ বর্জন আন্দোলনের পিঠে ছুরি বসিয়ে তিনি বিএনপি'তে যোগ দেন, লাভের মধ্যে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর প্রথমবারের মতো ফ্লোর ক্রসিংয়ের দায়ে সংসদ সদস্যপদ বেশ অসম্মানের সঙ্গেই হারান। পরবর্তীতে ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি থেকে জিতে এলেও সপ্তম সংসদে এলাকাবাসী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

জাতীয় পার্টির একজন অতি নীরিহ সদস্য মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন সরকার তৃতীয় সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসে যোগ দেন জাতীয় পার্টিতে এবং দলের উত্থান-পতন সব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হন। ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান শাহজাহান ইয়ার চৌধুরী প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হলেও এরশাদ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে আসেন জাতীয় পার্টির টিকেটে।

আওয়ামী লীগ নেতা কে এম ওবায়দুর রহমান প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন। '৭৫-এর নির্মম হত্যাকান্ডের পর যোগ দেন বিএনপি'তে এবং দ্বিতীয় সংসদে ওই দল থেকেই নির্বাচিত হন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ওই আমলের তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন বয়কট করে বিএনপি, এ কারণে এলাকায় জনপ্রিয়তা থাকলেও অনেকের মতো ওই দুটি নির্বাচনে অংশ নেননি। এরশাদ পতনের চূড়ান্ত সময়ে তিনি দলের মহাসচিব পদ হারান এবং বহিষ্কার হন এরশাদের দলে যোগ দেবেন বা দিতে পারেন এই 'অভিযোগে'। পঞ্চম সংসদে বিএনপি ক্ষমতাসীন হলেও নিজ গঠিত দল বাংলাদেশ জনতা পার্টি থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন। সপ্তম সংসদ নির্বাচনের শুরুতেই পুনরায় বিএনপি'তে যোগ দেন এবং নির্বাচিত হন। বর্তমানে জেলহত্যা মামলার বিচারাধীন আসামি হিসেবে আছেন কারাগারে।

এই সেদিনও যখন একজন বিদেশীনি মিসেস মওদুদকে জিজ্ঞেস করছিলেন তার স্বামী কি করেন। তিনি বেমালুম বললেন, সরকারি পদ-পদবী চান না বলে বিরোধী দল করেন।

আওয়ামী লীগের অপর সিনিয়র দু'নেতা মহিউদ্দিন আহমদ এবং মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক অ্যাডভোকেট প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে মহিউদ্দিন আহমদ দ্বিতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ (মালেক) থেকে এবং পঞ্চম সংসদে বাকশাল থেকে নির্বাচিত হন। প্রথম সংসদের পর আবদুর রাজ্জাক দ্বিতীয়বারের মত সংসদে আসেন বাকশাল থেকে পঞ্চম সংসদে। পরবর্তীতে বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা জোরদার করতে বাকশাল বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আবদুর রাজ্জাক বর্তমানে সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী। কিছুদিন পূর্বে মহিউদ্দিন বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন। প্রথম সংসদে সিলেটের রাজনীতিবিদ আবুল হাসনাত মোহাম্মদ আবদুল হাই স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বলে বাকশাল গঠনের কারণে প্রথম সংসদের শেষ দিকে তাকে যোগ দিতে হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে। দ্বিতীয় সংসদেও আসেন স্বতন্ত্র সদস্য হয়ে এবং তৃতীয় সংসদে নির্বাচিত হন জাতীয় পার্টির টিকেটে।

'৭৫ পরবর্তী রাজনীতিতে দল পাল্টে ক্ষমতাসীন দল থেকে নির্বাচিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬ পরবর্তী রাজনীতিতে যারাই ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন দল থেকে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পুরোপুরি ভোগ করেছেন তাদের প্রায় সবাই নিজেদের রাজনৈতিক চরিত্র বিক্রি করে এরশাদ উত্থানপর্বে শক্তি যুগিয়েছেন। এরা হচ্ছেন, রংপুরের ময়েনউদ্দিন সরকার, পাবনার ডাঃ এম.এ মতিন, খুলনার আফতাবউদ্দিন হাওলাদার, বরিশালের সুনীল কুমার গুপ্ত এবং এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, টাঙ্গাইলের নূর মোহাম্মদ খান, ময়মনসিংহের খুররম খান চৌধুরী এবং শামসুল হক চৌধুরী, ঢাকার জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল, এম.এ সাত্তার, ফরিদপুরের সরদার একেএম নাসিরউদ্দিন, সিলেটের মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌধুরী, কুমিল্লার ওমর আহমদ মজুমদার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওমর আহম্মদ মজুমদার দ্বিতীয় সংসদের মাঝামাঝি সময়ে একটি উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই ধরনের উপনির্বাচনে সাধারণত দলের বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হয়। দল তাঁকে বিশ্বাস করলেও জিয়াউর রহমানের মৃত্যু এবং বিএনপি পতনের পর জনাব ওমর দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নতুনভাবে নিজে এরশাদের আস্থাভাজন হয়ে যান। একই এলাকার মাওলানা আবদুল মান্নান, নোয়াখালীর লেঃ কর্নেল (অবঃ) জাফর ইমাম, চট্টগ্রামের ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম

৩ বার নির্বাচিতদের দলবদল

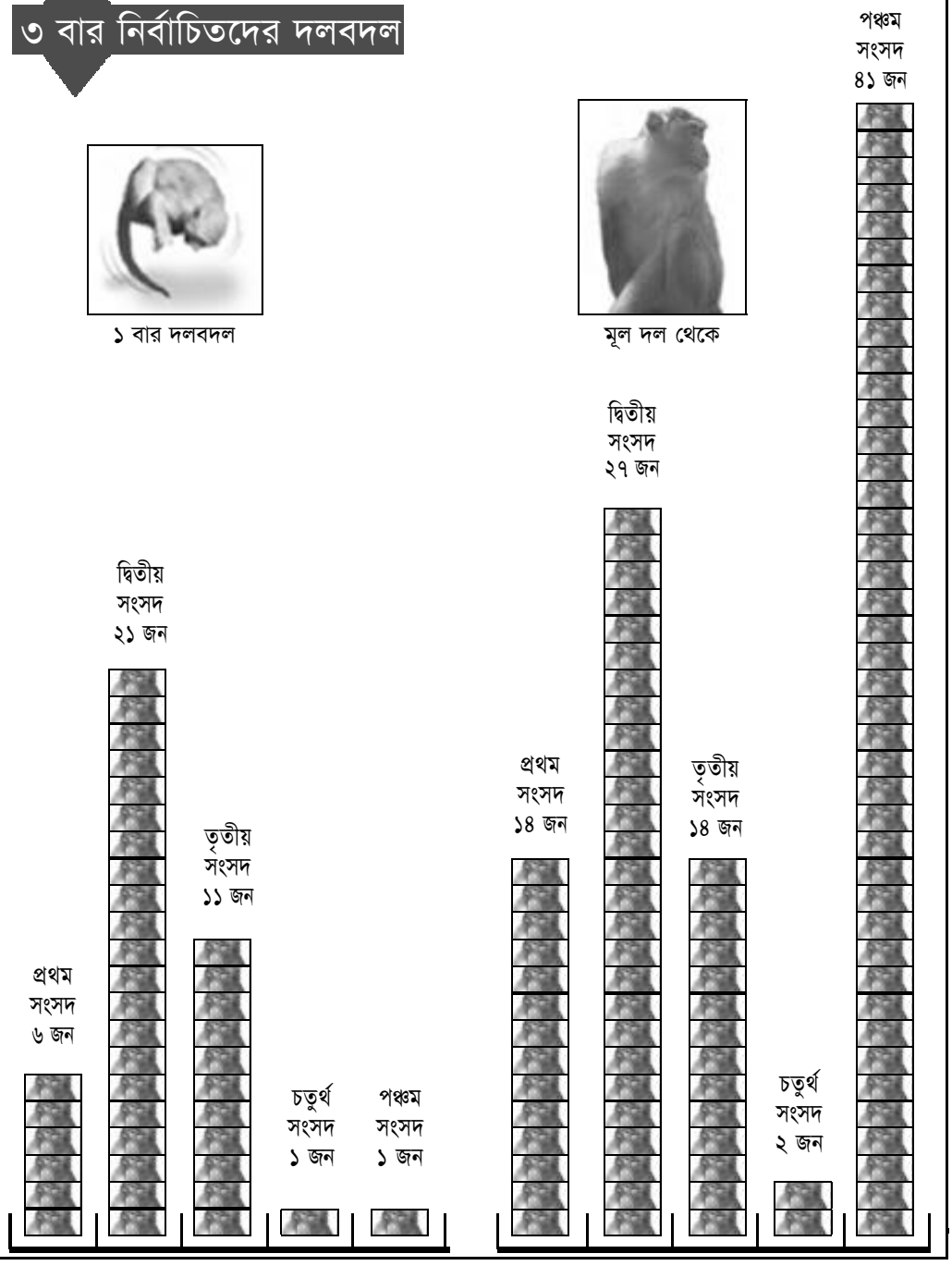

মাহমুদ (সম্প্রতি তিনি পুনরায় বিএনপি'তে যোগ দিয়েছেন এবং দল ঠাঁই দিলেও এলাকার জনগণ ভোটে প্রত্যাখ্যান করেছেন) এবং মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী। এদের মধ্যে প্রায় সবাই সপ্তম সংসদে প্রধান দুটি মূল দলে ফিরে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও এলাকার জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয় সংসদে বহুদলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সেনাশাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের মৃদু সুবাতাসে অনেকের মনেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এরকম একটি আশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু সংসদের বাইরে নয় খোদ সংসদের মধ্য থেকেই জাসদ থেকে নির্বাচিত কুমিল্লার আবদুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ার 'দ্বিতীয় সংসদকে রাবার স্ট্যাম্প' হিসেবে আখ্যায়িত করে ওই 'রাবার স্ট্যাম্পে থাকবেন না এই ঘোষণা দিয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর এই সংগ্রামী সিদ্ধান্তে যারা দীর্ঘদিনের সেনাশাসনে নিষ্পেষিত ছিল তারা নিশ্চয়ই প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে পদত্যাগী সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং সেনাশাসকের প্রতি এই ধরনের চপেটাঘাতে আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই আনন্দ স্থায়ী হয়নি। এক সেনাশাসককে ঘৃণা করে অপর সেনাশাসকের উত্থান ত্বরান্বিত করে তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে জনাব

রশিদ ইঞ্জিনিয়ার জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে প্রতিমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। সবসময়ই ক্ষমতাসীন দল পছন্দ করেন একই এলাকার সংসদ সদস্য রেদোয়ান আহমেদ। দ্বিতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি তৃতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি এবং পঞ্চম সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হলেও যোগ দেন ক্ষমতাসীন বিএনপি'তে। জামালপুরের অধ্যাপক আবদুস সালাম এবং হবিগঞ্জের সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার দ্বিতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হলেও তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। এর মধ্যে সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন বিএনপি'তে। একইভাবে কুমিল্লার মোহাম্মদ নুরুল হুদা দ্বিতীয় সংসদে স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংসদে আসেন ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে। চট্টগ্রামের শাহজাহান চৌধুরী দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হলেও পঞ্চম সংসদে আসেন বিরোধীদল জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হয়ে এবং ষষ্ঠ সংসদ পুনরায় নির্বাচিত হন ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে।

'গোলাম আযম গেল চলে এরশাদ যাবে জেলে / খালেদা জিয়া ঘরে বসে চোখের অশ্রু ফেলে'

শেখ হাসিনা

ওসমানী উদ্যান, ৩ নবেম্বর, ২০০০

'এরশাদের এক শ' বছর জেল হবে। তার আবার রাজনীতি কি'

খালেদা জিয়া

বিএনপি শাসনামল, ('৯১-'৯৬)

বর্তমানে ঐকমত্যের সরকারে যোগদানকারি জাসদ (রব)-এর নেতা আসম আবদুর রবের সরকারের মন্ত্রী না হয়েও অতীতে সরকারের একনিষ্ঠ সেবক বা সংসদে গৃহপালিত নেতা হিসেবে 'অন্ধকারে' সরকারের দেয়া গুরু দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মূল জাসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর জাসদ (রব) নামে এক অংশের নেতা হিসেবে আসম রব সংসদে প্রথম আসেন তৃতীয় সংসদে। জাতীয় সংসদের কিছু বিধান রয়েছে যেগুলো পালনের দায়িত্ব সরকারিদলের। প্রতিটি সংসদের প্রতিষ্ঠার শুরুতে এবং সংসদ থাকা অবস্থায় প্রতি বছরের শুরুতে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন। বিগত বছরে ওই সরকার জনগণের উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিয়ে। এই ভাষণের ওপর সরকারিদলের একজন সদস্য ধন্যবাদ প্রস্তাব আনেন এবং নির্ধারিত সময়ে সরকারিদলের সদস্যরা ওই ভাষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলে ধরে মুক্ত কণ্ঠে সরকারের গুণগান করেন, বিরোধীদলীয় সদস্যরা পালন করেন এর বিপরীত ভূমিকা অর্থাৎ ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনার অংশ নিয়ে সরকারের ভুলগুলো শুধরে দেন এবং সরকারের কাজের খারাপ অংশের সমালোচনা করেন। সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপিত হলে বিরোধী সদস্যরা কঠোর ভাষায় এর সমালোচনা করে ভোটাভুটির সময়ে বিলের বিপক্ষে ভোট দেন অথবা বিরত থাকেন কিংবা ওয়াক-আউট করেন।

বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে ভয়াবহ খারাপ নজির সৃষ্টি করে আসম রব রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব এনেছেন। সংবিধান বিষয়ক বিলের ওপর আলোচনায় বন্দুকের নল ও বুটের শাসনকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন এবং তাঁর প্ররোচনায় স্বতন্ত্র ও বিরোধীদলীয় কয়েকজন সদস্য সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন এবং এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হলে স্পিকার রুলিং দিতে বাধ্য হন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত সময়ে চতুর্থ সংসদের প্রাক্কালে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত সবগুলো বিরোধীদল সংসদ নির্বাচন বয়কট করলেও তিনি তার জাসদ (রব) এবং প্যাড সর্বস্ব, নাম পরিচয়হীন, হুট করে গজিয়ে ওঠা কতকগুলো দলকে একত্রিত করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে ক্ষমতাসীনসহ কোনো দলের প্রার্থী না পেলেও ওই সময়ে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে ২টি আসনে বিজয়ী হওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং সংসদে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা দলগুলোর নেতা হন সম্মিলিত বিরোধীদল বা কপ নাম দিয়ে। এসব কারণে পঞ্চম সংসদে এলাকার জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে সপ্তম সংসদে নিজ দল থেকে নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে নব উদ্যমে পুনরাবৃত্তি করছেন পেছনে পালন করা ভূমিকার।

পাবনার বর্তমান বিএনপি নেতা মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের এবং পিরোজপুরের আলহাজ্ব এম. এ. জব্বার ইঞ্জিনিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা শেষে ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি নেতা সেজে সংসদে প্রবেশ করেন। ময়মনসিংহের আলহাজ্ব মোহাম্মদ আমানউল্লাহ চৌধুরী তৃতীয় সংসদে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করলেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন।

বর্তমান স্পিকার হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর পারিবারিক রাজনৈতিক সুনাম থাকলেও তিনি নিজে তা ধরে রাখতে পারেননি। তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদে সদস্য থাকা ছাড়াও তিনি ছিলেন এরশাদের খুব ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী। কিন্তু সপ্তম সংসদে এসে অভিজ্ঞ সাবেক এই বুরোক্র্যাট এবং রাজনীতিবিদ হাওয়া বুঝে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগ অবশ্য তাকে নিরাশ করেনি। স্পিকারের চেয়ারটি তাকে দেয়া হয়েছে। অবশ্য ঘন ঘন বিদেশ যাবার কারণে বেশিক্ষণ এই চেয়ারে বসে থাকা তার সম্ভব হচ্ছে না। পাবনার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বকুল তৃতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে এবং চট্টগ্রামের শিল্পপতি মনজুর মোরশেদ খান নির্বাচিত হন জাতীয় পার্টি থেকে। পরবর্তীতে দু'জনেই দলবদল করে বিএনপিতে যোগ দেন এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংসদে একই দল থেকে নির্বাচিত হন। কুড়িগ্রামের আখম শহীদুল ইসলাম, গাইবান্ধার লুৎফর রহমান চৌধুরী এবং মাদারীপুরের শাহজাহান খান তৃতীয় সংসদে স্বতন্ত্র নির্বাচিত হলেও পরবর্তীতে প্রথমজন ও দ্বিতীয়জন জাতীয় পার্টিতে এবং তৃতীয়জন আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং পরে ৩ জনের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন স্ব স্ব দল থেকে ৫ম ও ৭ম সংসদে নির্বাচিত হন। অপরজন শহীদুল ইসলাম জাতীয় পার্টি থেকেই ৪র্থ ও ৫ম সংসদে নির্বাচিত হন।

আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ মিজানুর রহমান মানু তৃতীয় সংসদে ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নির্বাচিত সদস্য। পরবর্তীতে দলবদল করে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ থেকে। তৃতীয় ও পঞ্চম সংসদে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নির্বাচিত মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম দলবদল করে সপ্তম সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংসদে নির্বাচিত ৪৫ জন সদস্য পরবর্তীতে আরো ২ বারসহ মোট ৩ বার নির্বাচিত হন। এর মধ্যে চতুর্থ সংসদে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত এবাদুর রহমান

চৌধুরী পঞ্চম সংসদে একই দল থেকে নির্বাচিত হলেও পঞ্চম সংসদের শেষদিকে বিএনপিতে যোগ দেন এবং ৬ষ্ঠ সংসদে ওই দল থেকেই নির্বাচিত হন। পঞ্চম সংসদে পঞ্চগড় থেকে নির্বাচিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম পঞ্চম সংসদের শেষদিকে এসে বিএনপিতে যোগদান করেন এবং পরে ওই দল থেকেই ৬ষ্ঠ ও সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২ বার করে নির্বাচিত ৩৩৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪৯ জন সদস্য ১ বার দলবদলের মাধ্যমেই তার পদচারণা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। নির্বাচিত ২টি সংসদই ক্ষমতাসীন দলের ছিলেন এমন সদস্যদের মধ্যে নোয়াখালির আমিরুল ইসলাম কামাল এবং সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য বেগম তসলিমা আবেদ প্রথম সংসদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং দ্বিতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। প্রথম সংসদের ৪ জন সদস্য পরবর্তীতে দলবদল করে তৃতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। এরা হচ্ছেন– বগুড়ার মোজাফফর হোসেন, রাজশাহীর ডাঃ মমিনউদ্দিন আহমেদ, খুলনার শেখ আবদুর রহমান এবং মুহম্মদ মোহসীন। এছাড়া প্রথম সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সিলেটের টিএম গিয়াসউদ্দিন চতুর্থ সংসদে দলবদল করে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে কুষ্টিয়ার আবদুর রউফ চৌধুরী দলবদল করে পঞ্চম সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। সদ্য প্রয়াত ডাঃ আলাউদ্দিন প্রথম সংসদে ছিলেন আওয়ামী লীগ সদস্য, সপ্তম সংসদে দলের মনোনয়ন না পেয়ে নির্বাচিত হন প্রধান বিরোধীদল বিএনপি থেকে।

'১৯৮৬ সালের আন্দোলনের সময় আওয়ামী-বিএনপি দু' দলের সঙ্গেই গোপনে আলোচনা চলছিল'

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

৭ জুলাই, ২০০০

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে

দ্বিতীয় সংসদের ৪১ জন সদস্য আরো একবার নির্বাচিত হন এবং এদের মধ্যে মহিলা সদস্যসহ ২৫ জন দলবদল করে পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন দল থেকে নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য বেগম সুলতানা জামান চৌধুরী, সৈয়দা সাকিনা ইসলাম, মাহমুদা খাতুন, খাদিজা সুফিয়ান এবং কামরুননাহার জাফর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রিয়জন থেকে দ্বিতীয় সংসদের পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এরশাদ উত্থানপর্বে তাদের দেখা গেল এরশাদের প্রিয়ভাজন হিসেবে তৃতীয় সংসদেও একই আসন অর্থাৎ সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য হিসেবে। প্রখ্যাত বাম রাজনীতিক মশিউর রহমান যাদু মিয়া জিয়াউর রহমানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তার মৃত্যুতে শূন্য আসনে তাঁরই ছেলে সফিকুল গণি স্বপন নির্বাচিত হন এবং জিয়ার মৃত্যুর পরপরই এরশাদের অনুগত হয়ে পড়েন। তৃতীয় সংসদে তিনি ছিলেন জাতীয়পার্টির সদস্য। ক্ষমতার ভোগ শেষে আনুগত্য পরিবর্তনকারীর সংখ্যা কম নয়। দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি সদস্য দিনাজপুরের মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী এবং মির্জা রুহুল আমিন, যশোরের এম.নাজিমুদ্দিন আল আজাদ, খুলনার আলহাজ্ব মোহাম্মদ মনসুর আলী, বাখেরগঞ্জ বরিশালের মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, টাঙ্গাইলের মোরশেদ আলী খান পন্নী, ময়মনসিংহের মোঃ হাবিবুল্লাহ সরকার, আশরাফউদ্দিন খান এবং মোঃ আলী ওসমান খান, ঢাকার মাঈনুদ্দিন ভূঁইয়া, সিলেটের গোলাম জীলানী চৌধুরী এবং নোয়াখালির ডাঃ কে এম হোসেন চতুর্থ সংসদে এসে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে গায়ের দলীয় পোশাকটি ততদিনে পরবর্তিত হয়ে গেছে জাতীয় পার্টিতে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের পুত্র এ কে ফায়জুল হক পিতার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখেননি। দ্বিতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে এবং সপ্তম সংসদে এসেও নির্বাচিত হন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ থেকে দলবদলের পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন প্রতিমন্ত্রিত্ব। তার সাথে একইভাবে নির্বাচিত হয়েছেন সুনামগঞ্জের সৈয়দ রফিকুল হক। তবে তাঁর ভাগ্যে উপ কিংবা পাতি কোনো মন্ত্রিত্বেরই শিকে ছেড়েনি। দ্বিতীয় সংসদে জাসদ থেকে নির্বাচিত মির্জা আবদুল লতিফও পুরনো তিক্ততা ভুলে সপ্তম সংসদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন। তার কপালে মন্ত্রিত্ব জোটেনি তবে শান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে প্রতিমন্ত্রী সমমর্যাদার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বানানো হয়েছে। তৃতীয় সংসদে বিরোধীদল জাসদ (সিরাজ)-এর সদস্য বগুড়ার এবিএম শাহজাহান, শেরপুরের খন্দকার মোহাম্মদ খুররম এবং জামালপুরের বাকশাল সদস্য সফিকুল ইসলাম দলবদল করে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। সিলেটের বিএনপি সদস্য ইনামুল হক চৌধুরী তৃতীয় সংসদে দলবদল করলেও নির্বাচিত হন প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ থেকে এবং ময়মনসিংহের মোঃ মোশাররফ হোসেন পঞ্চম সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। রাজশাহীর এহসান আলী খান এবং ঢাকার মোখলেসুর রহমান দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি সদস্য থাকলেও চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত হন স্বতন্ত্র থেকে। দ্বিতীয় সংসদে বাম নেতা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একমাত্র সদস্য রাশেদ খান মেনন পঞ্চম সংসদে দলবদল করে নির্বাচিত হন ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত নোয়াখালির মোস্তাফিজুর রহমান জাতীয় পার্টি থেকে পদত্যাগ করে সম্মিলিত বিরোধীদল থেকে নির্বাচিত হন।

চতুর্থ সংসদে স্বতন্ত্র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এটিএম ওয়ালী আশরাফ পঞ্চম সংসদে বিএনপিতে যোগ দিয়ে ওই দল থেকেই নির্বাচিত হন। স্বতন্ত্র অপর সদস্য বরগুনার নুরুল ইসলাম মনি পঞ্চম সংসদেও স্বতন্ত্র নির্বাচিত হন, তবে শেষদিকে যোগদান করেন বিএনপিতে। সুনামগঞ্জের কলিম উদ্দিন আহমেদ চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্মিলিত বিরোধীদল থেকে এবং পরবর্তীতে ষষ্ঠ সংসদে আসেন স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়ে। জাতীয় পার্টি সরকারের তথ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান সপ্তম সংসদে দলবদল করে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। পুনরায় মন্ত্রী হওয়ার আশা থাকলেও বিএনপি বিরোধীদলে থাকায় তা বাদ দিতে হয়েছে। পঞ্চম সংসদের শেষদিকে আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলোর কয়েকজন দলছুট সদস্য দলবদল করে ক্ষমতাসীন বিএনপিতে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে ষষ্ঠ সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। সপ্তম সংসদের নির্বাচনে এলাকার জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে। এরা হচ্ছেন–আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সদস্য আলহাজ্ব সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী, জাতীয় পার্টির সিলেট থেকে নির্বাচিত সদস্য শরফউদ্দিন খসরু, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের যশোর থেকে নির্বাচিত মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সুনামগঞ্জের নজির হোসেন এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নীলফামারীর অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ। ষষ্ঠ সংসদে বরগুনা থেকে নির্বাচিত বিএনপির গোলাম সরোয়ার হিরু সপ্তম সংসদে দল থেকে মনোনয়ন না পেয়ে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে নির্বাচনে জিতে এসে সংসদে ১ সদস্য বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আদর্শের অতিপ্রাকৃতিক আলোয়...

বাংলাদেশের ৭টি সংসদে ২ থেকে ৫ বার নির্বাচিত ৫১৩ জন সদস্যের মধ্যে ১১১ জন সদস্য দলবদলের প্রতিযোগিতায় নেমে ১ থেকে ৩ বার দলবদল করে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সব সময় নিজেকে যুক্ত রেখে প্রাণ ভরে ভোগ করেছেন ক্ষমতার স্বাদ। তবে এর বিপরিত চিত্রটিও আমাদের দারুণ আশাবাদী করে।

বাংলাদেশের ৭টি সংসদের মধ্যে ৫ বার নির্বাচিত হয়েছেন এমন ৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জনই ১ থেকে তিনবার দলবদল করেছেন কিন্তু একটি মাত্র দলের প্রতিই অনুগত থেকেছেন মাত্র ১ জন। তার ওপর জিয়াউর রহমান এবং এরশাদের সেনা শাসনের অত্যাচারের ভীতি ছিল, আন্দোলনে ফাটল ধরাতে পঞ্চম সংসদের শেষদিকে ক্ষমতার হাতছানি ছিল, তবু দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেননি, তিনি হচ্ছেন আওয়ামী লীগের কৃষক নেতা হাজী রাশেদ মোশাররফ। স্বাধীন বাংলাদেশের আগে প্রথম '৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী হন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে একই দল ও আসন থেকে টানা ৫ বার নির্বাচিত হন। চতুর্থ সংসদ এরশাদ বিরোধী এবং ষষ্ঠ সংসদ বিএনপি বিরোধী আন্দোলনের কারণে বয়কট করা না হলে তার এলাকার জনগণ জানিয়েছেন তিনি ওই দু'টি সংসদেও নির্বাচিত হতেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৪ বার করে নির্বাচিত ৩৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন ১ থেকে ৩ বার দলবদল করেছেন এবং বাকি ২২ জন নির্বাচিত হয়েছেন মূল দলে থেকেই। সপ্তম সংসদ পরিচালনায় হাসিখুশি প্রকৃতির ডেপুটি স্পিকার আবদুল হামিদ অ্যাডভোকেটকে সারাদেশের সাধারণ মানুষ নিদারুণ পছন্দ করেন। সহজ, সরল অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি দীর্ঘদিন এলাকার মানুষেরও মন জয় করে রেখেছেন। '৭০ সালে প্রথম তিনি জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন, স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি তার দল আওয়ামী লীগ থেকে একই আসনে পরপর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হন। তার মতোই আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা রয়েছেন যারা একইভাবে একটি মাত্র দল ও একই আসন থেকে পরপর চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এরা হচ্ছেন—যশোরের শাহ হাদীউজ্জামান, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং ভোলার তোফায়েল আহমেদ এবং ময়মনসিংহের শামছুল হক। এছাড়া দলের প্রবীণ নেতা খুলনা থেকে নির্বাচিত সালাহউদ্দিন ইউসুফ নির্বাচিত হয়েছেন প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে। আন্দোলনরত বিএনপিকে ঠেকাতে ওই দলের একজন সংসদ সদস্য হাসিবুর রহমান স্বপনকে যখন ঐকমত্যের নামে ধরে এনে উপমন্ত্রী

বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে ভয়াবহ খারাপ নজির সৃষ্টি করে আসম রব রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব এনেছেন। সংবিধান বিষয়ক বিলের ওপর আলোচনায় বন্দুকের নল ও বুটের শাসনকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন এবং তাঁর প্ররোচনায় স্বতন্ত্র ও বিরোধীদলীয় কয়েকজন সদস্য সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন

করা হল এবং পাশাপাশি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে এনে ডাঃ আলাউদ্দিনকে যখন প্রতিমন্ত্রিত্ব দেয়া হলো তখন মিন্টু রোডে বিএনপি অফিসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিনিয়র নেতা-কর্মীদের মধ্যে যারা সংসদ সদস্য তারা এসে ঘোষণা দিতেন—'স্যারের লোক ফোন করেছেন, স্যার সালাম দিয়েছেন'। ওই সময়ে কথিত 'স্যার' বিএনপির অভিজ্ঞ অর্থমন্ত্রীসহ অনেককেই ক্ষমতার চেয়ার ঝুলিয়ে আওয়ামী লীগে অথবা ঐকমত্যের সরকারে যোগদান করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপির ত্যাগী এবং একনিষ্ঠ নেতারা দলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। দ্বিতীয় সংসদ থেকে টানা ৪ বার কোনো দলবদল না করে একই দল বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এমন সদস্যরা হচ্ছেন, রাজশাহীর অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া এবং সৈয়দ মনজুর হোসেন, সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী অ্যাডভোকেট, সংসদে বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, মানিকগঞ্জের মরহুম অ্যাডভোকেট নিজামউদ্দিন খান, বিরোধীদলীয় সংসদ উপনেতা প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মুন্সীগঞ্জের মোহাম্মদ আবদুল হাই, ফরিদপুরের চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হারুন আল রশীদ, কুমিল্লার লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন এবং চট্টগ্রামের কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম। এঁরা সবাই নির্বাচিত হয়েছেন দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংসদে।

দ্বিতীয় সংসদে বিরোধীদল আওয়ামী লীগের যে কজন সদস্য পরবর্তীতে ৪ বার একই দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তারা হচ্ছেন—দিনাজপুরের সতীশ চন্দ্র রায় এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম। আসম ফিরোজ দ্বিতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হলেও তৃতীয় সংসদে তাকে দল থেকে মনোনয়ন না দেয়ায় স্বতন্ত্র নির্বাচিত হন এবং ওই সময়ে স্বতন্ত্র নির্বাচিত অনেক সদস্য দলবেধে ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টিতে যোগদান করলেও। তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ৫ম ও ৭ম সংসদে একই দল থেকে নির্বাচিত হন।

তৃতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত ডঃ টিআইএম ফজলে রাব্বী, মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী অ্যাডভোকেট এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পরবর্তীতে চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হন ঐ একই দল থেকে। শেষোক্ত দু'টি সংসদে জাতীয় পার্টি বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করছে। তবে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ক্ষমতাসীন সরকারের ঐকমত্যের মন্ত্রী হিসেবে যোগদানের পর জাতীয় পার্টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যার এক পক্ষ আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বে সংসদে যোগদান করছে অপর পক্ষ এরশাদের নেতৃত্বে আন্দোলনের অংশ হিসেবে সংসদ বর্জন করছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ৩ বার করে নির্বাচিত ১৪২ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪জন সদস্য ১ থেকে ২ বার দলবদল করেছেন এবং বাকি ৯৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন মূল দল থেকেই। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২ বার করে নির্বাচিত ৩৩০ জন সসদ্যের মধ্যে ৪৯ জন মাত্র ১ বার দলবদল করেন এবং বাকি ২৮১ জন মূল দলে থেকেই নির্বাচিত হন। তবে এর মধ্যে তৃতীয় সংসদে প্রথমবার জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত সদস্য যারা ক্ষমতাসীন থেকে পুনরায় চতুর্থ সংসদে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন পরবর্তীতে পঞ্চম সংসদে এলাকার জনগণ তাদের আর নির্বাচিত করেনি। অপরদিকে বিএনপি শাসনামলের পঞ্চম সংসদে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত সদস্য যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিএনপি শাসনামলের ষষ্ঠ সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন পরবর্তীতে এলাকার জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখা গেছে তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ এরশাদ শাসনামলের পরপর ছুটি সংসদ অপরদিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংসদ খালেদা জিয়ার শাসনামলের পরপর দুটি সংসদ। যে কারণে ২ বার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ সংসদে মূল দল থেকে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা বেশি।

ক্ষমতার অন্বেষণ : সংসদ থেকে ১২টি দলের বিলুপ্তি

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের দলগুলোর সমস্ত কার্যক্রমের মূল গোল একটাই– ক্ষমতা। ছোট বড় সব দলের নেতাদেরই স্বপ্ন থাকে, তাঁর দল এবং তিনি এক সময় ক্ষমতায় যাবেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রধান দুটি দলের জন্য এই ব্যাপারটি সহজ হলেও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট দলগুলোর জন্য বিষয়টি বেশ কঠিন এবং বলতে গেলে অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে সংসদে নির্বাচিত ছোট ছোট দলের নেতারা দল বিলুপ্ত করে। সেই সুযোগ না থাকলে দলবদল করে ঢুকে পড়েন সরকারিদলে অথবা সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বিরোধী দলে।

বাংলাদেশ প্রথম থেকে সপ্তম সংসদের চলতি সময় পর্যন্ত মোট ১২টি রাজনৈতিক দলের কোনো কোনোটির সংসদীয় দলের বিলুপ্তি ঘটে এবং কয়েকটি দলের মূল অংশ বিলুপ্ত করে ঐ দলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দলে যোগদান করেন।

প্রথম সংসদে ৩টি দলের বিলুপ্তি দিয়ে শুরু

প্রথম সংসদের (৭৩-৭৫) হিসাবটি বেশ জটিল। তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পর নির্বাচনের সর্বোচ্চ মনোনয়ন দিতে পেরেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ ২৩৭টি আসনে। নির্বাচনের দিনে ১২ লক্ষ ২৯ হাজার ১১০ জন ভোটার জাসদে ভোট দেয়। অথচ এই দলটি আসন লাভ করে মাত্র ১টি। এক কালের মুখ্যমন্ত্রী ও দলের প্রধান নেতা আতাউর রহমান খান তাঁর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় লীগ থেকে স্বয়ং তিনিসহ ৮ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেন। ৬২ হাজার ৩৫৪ ভোট পেলেও তাঁর দল পেয়েছিল একটিই মাত্র আসন। ২২৪ আসনে প্রার্থী দিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মোজাফফর গ্রুপ ১৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৯৯ ভোট পেয়েও কোনো আসন পায়নি। ন্যাপের অপর অংশ ভাসানী গ্রুপ মনোনয়ন দিয়েছিল ১৬৯টি। এই দলের প্রার্থীরা একটি আসনে জেতেনি। পরবর্তীতে স্বতন্ত্র ১ জন সদস্য দলে যোগদান করে সংসদে ন্যাপ ভাসানী গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করেন। এতো সংগ্রাম শেষে নির্বাচনে জিতে আসা এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত বিরোধীদলগুলোর সদস্যরা শেষ পর্যন্ত নিজ দল বিলুপ্ত করে ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেন।

প্রথম সংসদের প্রথম দিকে জাতীয় লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান, আতাউর রহমান খান একাই তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য, শান্ত এবং অত্যন্ত ক্ষুরধার বক্তব্য দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সরকারি দলের আসন বা ট্রেজারি বেঞ্চকে কাঁপিয়ে ফেলতেন। স্বতন্ত্র নির্বাচিত তরুণ রাজনীতিক সৈয়দ কামরুল ইসলাম মুহম্মদ সালেহ উদ্দিন, ভাসানী ন্যাপে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সময়ে ফ্লোর নিয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনায় মুখর থাকতেন। জাসদের আবদুস সাত্তারও একই ভুমিকা পালন করেছেন। দল বিলুপ্তির পর প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান সংসদে ঝড় তোলার বদলে ট্রেজারি বেঞ্চে কিংবা আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে গিয়ে বিরস বদনে বসে থাকতেন। তরুণ নেতা জনাব কামরুল এবং আবদুস সাত্তার সংসদের নিজের আসনে ঝিম মেরে বসে বাকশালের গুণকীর্তন শুনতেন।

তবে ঐ সময়ে স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়ে সরকারি দল আওয়ামী লীগে যোগদানের পুরস্কার হিসেবে বর্তমান সপ্তম সংসদেও ক্ষমতা ভোগ করে যাচ্ছেন কুমিল্লা-৬-এর অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ। সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সংসদে ১টি দলের বিলুপ্তি

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গণপরিষদের সদস্য থেকে সরকারি দল আওয়ামী লীগের প্রায় ৪ শ' সদস্যের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করে সরকারিদলকে আতঙ্কের মধ্যে রাখতেন। তাঁর দেয়া বক্তব্য বেশ ক্ষুরধার ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে সেনবাবু ৩৩ হাজার ৮৪৩ ভোট পেলেও প্রথম সংসদে আসতে পারেননি। প্রথম সংসদে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ন্যাপ মোজাফফর থেকে, দ্বিতীয় সংসদে নিজ গঠিত দল জাতীয় একতা পার্টি থেকে মাত্র ৫টি আসনে মনোনয়ন দেন এবং তিনি একা নির্বাচিত হন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সাথে তাঁর ব্যবধান ছিল মাত্র ৪ ভোট। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া বেঁচে থাকতে মামলা চলতেই থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর সেনাশাসক এরশাদ নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণে পরোক্ষভাবে সংসদের ২টি আসনে ট্রাইব্যুনাল মামলার ফলাফল ঘোষণা করিয়ে দেন। এতে একটিতে বিএনপি প্রার্থীকে পরাজিত করা হয়। অপরটি সেনবাবুর আসনটি বাতিল করে বিএনপি প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ফলে সংসদ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় জাতীয় একতা পার্টির নাম।

তৃতীয় সংসদ : সুযোগ সন্ধানী দলের বিলুপ্তি

বেশ কিছুদিন আগে দৈনিক সংবাদে একটি কার্টুন দেয়া হয়েছিল প্রথম পাতায়। '৭০ দশকের শুরুতে গর্তে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তান পতাকা খচিত গোলাম আযম এবং জামায়াত-শিবিরের ভয়ালদর্শন সাপ ৮০'র দশকে অনুকূল হাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে গর্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বরুপে। জামায়াত-শিবিরের এই স্বরুপ বঙ্গবন্ধু অবশ্য আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যে কারণে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর রাজনীতি। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর জামায়াতের সংসদে প্রবেশের সুযোগ আসে '৮৬তে। এ কারণে রাজপথে অন্যান্য দলগুলোর সাথে আন্দোলন ও নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পরও সুযোগ সন্ধানী জামায়াত তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সেনাশাসনের উত্থান সম্পর্কে বিশ্লেষকদের মতে '৮৬তে জামায়াত এবং আওয়ামী লীগের মতো দলগুলোর অংশগ্রহণই এরশাদের ভিত্তিকে শক্ত এবং দীর্ঘায়িত করে। রাজপথে বিএনপি এবং অন্যান্য দলগুলোর সাড়াশি আন্দোলনের কারণে ভয়ঙ্কর অবস্থার তৃতীয় সংসদের শেষদিকে জনগণের সহানুভূতির সুযোগ নিতে একরকম বাধ্য হয়ে সংসদে জামায়াতের ১০ জন সদদ্যের সবাই পদত্যাগ করে। জামায়াতের এই

সুযোগ সন্ধানী কৌশল অবশ্য দেশবাসী ধরে ফেলেছে। পঞ্চম সংসদে এই দল ঠেলেঠুলে ১৭টি আসন পেলেও সপ্তম সংসদে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে মাত্র ৩টি।

চতুর্থ সংসদ : স্বৈরশাসকের সেবায় দলের নাম বিলুপ্তি

জাতীয় সংসদের আইন শাখা থেকে প্রতিটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। যাতে ঐ সংসদে কোন দল কত আসনে বিজয়ী হয়েছে তা ক্রমানুযায়ী সাজানো থাকে। চতুর্থ সংসদের এই তালিকায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)-এর নাম নেই। অথচ ঐ দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি রব সংসদে আছেন। নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচিত হিসেবে গেজেটেও নাম আছে। চতুর্থ সংসদের বিতর্কে তার ভাষণ মুদ্রিত আছে। সংসদের অধিবেশনকালীন হাজিরা খাতায় রয়েছে তাঁর উপস্থিতির সাক্ষর। শুধু নেই তার দলের নাম। অথচ জাসদ-রব থেকেই আসম রব চতুর্থ সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন।

দলের নাম না থাকার কারণটি খুঁজতে গেলে পরবর্তীতে জাসদ নেতাকর্মীরা নিদারুণ মর্মপীড়ায় ভুগবেন। তৃতীয় সংসদের পর সুযোগ সন্ধানী জামায়াতসহ সব দলগুলোই এরশাদ পতনের দাবিতে নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা করলেও নির্লজ্জ গৃহপালিত বিরোধী নেতা রব এরশাদের নির্দেশে অনেকগুলো প্যাডসর্বস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। জাসদ-রব ঐ সমস্ত প্যাডসর্বস্ব দলের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। আর তিনি নিজে হন বিরোধী দলীয় নেতা। সংসদে তাঁর নেতৃত্বে দলগুলোর নাম দেয়া হয় সম্মিলিত বিরোধী দল। এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলনের গর্বিত দাবিদার আ স ম আব্দুর রব স্বৈরসেবায় নিজের হাতে গড়া দলের নামকে চতুর্থ সংসদ থেকে বিলুপ্ত করেছিলেন।

ঘটনাবহুল পঞ্চম সংসদ : ৬টি দলের বিলুপ্তি

দীর্ঘ নয় বছরের গণ আন্দোলন শেষে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ জনগণের আশা আকাংখার সঠিক বাস্তবায়ন করতে না পারলেও অনেকগুলো সংসদীয় রেকর্ডের জন্ম দিয়েছে। এই সংসদে ১২টি দল নির্বাচিত হয়ে এলেও মেয়াদ শেষে সংসদ ভেঙে যাওয়ার সময়ে দেখা গেল দল আছে ৭টি। বাকি ৫টি এবং ১ জন সদস্যের যোগদানের ফলে সৃষ্টি হওয়া অপর ১টি দলসহ মোট ৬টি দলের সদস্যরা ক্ষমতার লোভে কয়েকজন ঢুকে পড়েছেন সরকারি দলে। কয়েকজন সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বিরোধীদলে। বর্তমান সময়ের পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক এবং মন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ক্ষমতার এই পদে আসার জন্য বীজ রোপন করেছিলেন অনেক আগে। নির্বাচনে আবদুর রাজ্জাক এবং সিনিয়র নেতা মহিউদ্দিন আহমেদসহ বাকশাল মোট ৫টি আসন লাভ করে। পরবর্তীতে সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার আগেই বাকশাল বিলুপ্ত করে নির্বাচিত ৫ জন যোগদান করেন আওয়ামী লীগে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংসদের দীর্ঘ আন্দোলন শেষে সপ্তম সংসদে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে দল বিলুপ্তির পুরস্কার হিসেবে আবদুর রাজ্জাক লাভ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ দায়িত্ব। অপরদিকে নির্বাচিত না হওয়ায় মহিউদ্দিন আহমদ কোনো দায়িত্ব পাননি।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পঞ্চম সংসদে গণতন্ত্রী পার্টি থেকে একাই নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে দল বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। সপ্তম সংসদে এই ত্যাগের পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা। তবে বিশ্লেষকদের মতে, মুরুব্বি নেতা আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে না জড়ালে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে যেতেন সেনবাবু।

পঞ্চম সংসদে বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি সিপিবি থেকে নির্বাচিত হন ৫ জন। মিখাইল গর্বাচেভের 'পেরেস্ত্রইকা এবং গ্লাসনস্তে'র হাওয়া এদেশেও লাগে। কম্যুনিজমের জন্মস্থান সোভয়েত রাশিয়াতেই কম্যুনিস্টদের শোচনীয় পতনের পরিণতি দেখে এদেশীয় কুম্যুনিস্টরা পোশাক পাল্টে যে যেখানে পারেন ঢুকে পড়েন। ৫ জনের মধ্যে ঠাকুরগাঁও-এর দবিরুল ইসলাম এবং চট্টগ্রামের মোঃ ইউসুফ চলে যান আওয়ামী লীগে। পঞ্চগড়ের মোজাহার হুসেন এবং সুনামগঞ্জের নজির হুসেন ঢুকে পড়েন সরকারিদল বিএনপি'তে। বাকি ১ জন নীলফামারীর শামসুদ্দোহা ডঃ কামালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যোগ দেন নবগঠিত গনফোরামে। ফলে পঞ্চম সংসদ থেকে বিলুপ্তি ঘটে সিপিবির।

পঞ্চম সংসদ সাধারণ নির্বাচনের অনেক পরে জন্ম নিয়েও গণফোরাম সংসদে প্রতিনিধিত্ব অর্জন করে সামসুদ্দোহার যোগদানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-সিরাজ)-এর সভাপতি এবং ঐ দল থেকে একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী শাহজাহান সিরাজ গণফোরামের আসন সংখ্যা ভারি করেন নিজ দল বিলুপ্ত করে গণফোরামে যোগদেন। অস্থির শাহজাহান সিরাজ অবশ্য পুনরায় দলবদল করে যোগ দেন ক্ষমাতসীন বিএনপিতে। পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন নৌ-প্রতিমন্ত্রিত্ব। লাভের মধ্যে সপ্তম সংসদে এলাকার জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করলে জনাব সিরাজ সংসদে আসতে পারেননি। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) থেকে ১টি মাত্র আসন পান নীলফামারীর অধ্যাপক মোঃ আব্দুল হাফিজ। তিনি ক্ষমতাসীন বিএনপি'তে যোগদান করলে পুরো দলটিই সংসদ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে বিরোধীদল বলতে ছিল ১ সদস্য বিশিষ্ট ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এ্যালায়েন্স নামে এই একটি মাত্র দল।

সপ্তম জাতীয় সংসদে ইসলামী ঐক্যজোট থেকে নির্বাচিত বরগুনার গোলাম সরওয়ার হিরু মূলত বিএনপি দলীয় লোক। ষষ্ঠ সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন। সপ্তম সংসদে মনোনয়ন না পেয়ে ঐক্যজোটের মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই নেতৃবৃন্দের সাথে বিবাদ শুরু হলে জনাব হিরু ঐক্যজোট থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। দলও তাকে বহিষ্কার করে পত্রিকায় ঘোষণার মাধ্যমে। পুরো ঘটনাটি ঘটে সংসদের বাইরে। পরবর্তীতে অবশ্য ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয় এবং গোলাম সরোয়ার হিরু বর্তমানে সংসদে এক সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী ঐক্যজোটের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

একজন প্রতারক অপর একজন প্রতারককে বিশ্বাস করলেও একজন রাজনীতিক শূন্যভাগও বিশ্বাস করবেন না অপর একজন রাজনীতিককে। তেমনিভাবে একটি দল বিশ্বাস করে না অপর একটি রাজনৈতিক দলকে। সাম্প্রতিক চার দলীয় জোট আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছাড়া-ছাড়াভাবে ঐক্য গড়তে পারলেও অস্টম সংসদ নির্বাচনী ঐক্যে ক্ষমতার আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে এক দল অপর দলকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।